গজারিয়া উপজেলার গুয়াগাছিয়া ইউনিয়নের শিমুলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ ভবনে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ক্লাস করছে শিক্ষার্থীরা। যে কোনো সময় ভবনটি ধসে প্রাণহানি ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। ২০০০ সালে বিদ্যালয়ের ভবনটি নির্মাণ করা হয়। কয়েক বছর আগেই এটি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। কিন্তু শ্রেণিকক্ষ সংকটে বাধ্য হয়ে ভবনের একটি কক্ষে ঝুঁকি নিয়ে শিশুদের পাঠদান কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে ¯ুলে কর্তৃপক্ষ। বর্তমানে বিদ্যালয়টিতে ২০৫ জন শিক্ষার্থী এবং পাঁচজন শিক্ষক রয়েছেন।

সরেজমিন দেখা যায়, বিদ্যালয় ভবনের ছাদ ও দেয়ালের পলেস্তারা খসে রড বের হয়ে গেছে। কক্ষের ভেতরের দেয়ালে ফাটল ধরেছে। সামান্য বৃষ্টি হলে ছাদ চুয়ে পানি পড়ে। এতে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নষ্ট হচ্ছে। পাশের রাস্তা দিয়ে ভারী কোনো যানবাহন গেলে ভবনটি কাঁপতে থাকে। বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র বায়েজীদ মিয়াজি জানায়, আমাদের স্কুলভবনের ছাদ থেকে প্রায়ই প্লাস্টার খসে পড়ে। সব সময় আমরা আতঙ্কে থাকি।

advertisement

অভিভাবকরা জানান, ¯ুলের যে অবস্থা যে কোনো সময় ভেঙে পড়তে পারে। সন্তানদের ¯–লে পাঠিয়ে আতঙ্কে থাকতে হয়। তাই মাঝে মধ্যে সন্তানদের ¯ুলে যেতে বারণ করেন। নতুন ভবনের দাবি জানান তারা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আমানউল্লাহ জানান, বিদ্যালয়ের ভবনটি ২০০০ সালে নির্মাণ করা হয়েছিল। দীর্ঘদিন সংস্কার না করায় জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। অনেকটা ঝুঁকি নিয়ে ক্লাস করতে হচ্ছে। যার কারণে শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা আতঙ্কে রয়েছেন। এ বিষয়ে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মমতাজ বেগম বলেন, বিদ্যালয়ের ভবনটির যে অবস্থা যে কোনো সময় ভেঙে পড়ে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তবুও শিক্ষার্থীরা ঝুঁকি নিয়ে ক্লাস করছে। বিষয়টি চিঠির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।